

50651 - যে নারী কায়া রোয়া পালন করার আগেই গর্ভবতী হয়ে গেছেন বিধায় রোয়া রাখতে পারছে না

প্রশ্ন

হায়েমের কারণে আমার স্ত্রীর ওপর গত রম্যানের কিছু রোয়ার কায়া পালন করা বাকী আছে। সে এ রোয়াগুলোর কায়া পালন করার পূর্বে আগামী রম্যান আসার আগেই গর্ভবতী হয়ে গেছে। তার চিকিৎসক মহিলা ডাক্তার তাকে জানিয়েছে যে, গর্ভকালীন সময়ে সে কিছুতেই রোয়া রাখতে পারবে না এবং দুধপান করানো কালীন সময়েও রোয়া না রাখতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে— শারীরিকভাবে সে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গর্ভস্থ ভ্রন্তের ওপর আশংকা থাকার কারণে। তাই সে এ দিনগুলোর রোয়া রাখতে পারবে না। এ দিনগুলোর রোয়ার জন্য তার কি করণীয়? এবং সে যদি আগামী রম্যানের রোয়াগুলো পরবর্তী রম্যান আসার আগে না রাখতে পারে সেক্ষেত্রেও তার করণীয় কি?

প্রিয় উত্তর

যে ব্যক্তি শরিয়ত স্বীকৃত কোন ওজরের কারণে রম্যানের রোয়া ভেঙেছে আল্লাহ তাকে পরবর্তী রম্যান আসার আগ পর্যন্ত রম্যানের রোয়া কায়া পালন করার সুযোগ দিয়েছেন। তবে, বিলম্ব করার এ সুযোগ পেয়ে কেউ যেন কায়া পালনকে মূলতবি করার প্রতি প্ররোচিত না হয়। কেননা হতে পারে এমন কোন প্রয়োজন বা এমন কোন পরিবর্তন ঘটবে যার ফলে তার পক্ষে কায়া পালন করা কঠিন হয়ে যাবে কিংবা সে পালন করতে পারবে না। বিশেষতঃ নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভধারণ, হায়েয়গ্রাস্ত হওয়া ও নিফাসগ্রাস্ত হওয়ার বিষয় রয়েছে।

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া কায়া পালনে বিলম্ব করতে করতে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে শাবান মাস শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সে কায়া রোয়া পালন করতে না করে: তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি তার কোন ওজর থাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতেই দ্বিতীয় রম্যানের পরে কায়া পালন করা তার ওপর আবশ্যিক হবে। কোন কোন আলেম কায়া পালন করার সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীন খাওয়ানো ওয়াজিব বলেছেন। যদি তার সাধ্যে থাকে এবং সে তা করে তাহলে সেটাই হচ্ছে অধিক নিরাপদ। নচেৎ শুধু কায়া রোয়া পালন করলেই চলবে।

আরও জানতে দেখুন: [26865](#) নং ও [21710](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শাহী মুহাম্মদ সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি কায়া রোয়া পালনে এত বিলম্ব করেছে যে, পরবর্তী রম্যান চলে এসেছে তার হকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: আলেমদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এক রম্যানের কায়া রোয়া পালনে পরবর্তী রম্যান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েয নয়। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন: “আমার ওপর রম্যানের কায়া রোয়া থাকত যেগুলো আমি শাবান মাসে ছাড়া পালন করতে পারতাম

না।” এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রমযানের পরে পালন করার কোন ছাড় নেই। যদি কোন ওজর ছাড়া এমনটি করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ওয়াজিব হল দ্বিতীয় রমযানের পর অবিলম্বে কায়া রোয়া পালন করা। তার ওপর মিসকীন খাওয়ানো কি আবশ্যিক হবে; নাকি হবে না— এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। সঠিক কথা হল: তার ওপর মিসকীন খাওয়ানো আবশ্যিক হবে না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।”[সূরা বাকারা, ২:১৮৫]

আল্লাহ্ তাআলা এখানে কায়া পালন ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজিব করেনি।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৭)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী গত বছর রমযান মাসে কিছু রোয়া ভেঙেছে। অতঃপর শাবান মাসের শেষদিকে রোযাগুলোর কায়া পালন শুরু করেছে। এরমধ্যে তার হায়ে শুরু হয়ে গেছে এবং এ বছরের রমযান মাসও শুরু হয়ে গেছে। অথচ তার একটি রোয়া কায়া পালন রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তার উপর কী কর্তব্য?

জবাবে তিনি বলেন: সে নারী এ বছরের রমযানের আগে যে রোযাটির কায়া পালন করতে পারেনি তার ওপর সে রোযাটির কায়া পালন করা ওয়াজিব। এ বছরের রমযান মাস শেষ হলে গত বছরের যে রোয়া তার ছুটে গেছে সেটার কায়া পালন করবে।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৮)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞেস করা হয় যে,

এক নারী নিফাসের কারণে রমযানের রোয়া ভেঙেছে এবং দুধ পান করানোর কারণে কায়াও পালন করতে পারেনি। এরমধ্যে দ্বিতীয় রমযান শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার উপর কী ওয়াজিব?

জবাবে তিনি বলেন: এ নারীর ওপর ওয়াজিব হল যে দিনগুলোতে সে রোয়া ভেঙেছে সেগুলোর বদলে রোয়া রাখা। এমনকি সেটা যদি দ্বিতীয় রমযানের পরে হয় তবুও। কেননা সে বিশেষ ওজরের কারণে প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানের মাঝে কায়া পালন করতে পারেন। কিন্তু যদি শীতকালে কায়া পালন করা তার জন্য কষ্টকর না হয়, সেটা একদিন বাদ দিয়ে একদিন হলেও— তাহলে সেটাই তার উপর অনিবার্য। এমনকি সে যদি দুধ পান করায় তবুও। তার উচিত রমযানের যে রোযাগুলো ছুটে গেছে দ্বিতীয় রমযান আসার আগেই সেগুলোর কায়া পালন করা। যদি সে না পারে তাহলে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করলেও কোন অসুবিধা নেই।

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৬০)]

সারকথা হল: এ দিনগুলোর রোয়া কায়া পালন করা আপনার স্ত্রীর দায়িত্বে থাকা খণ। যখনই তার সক্ষমতা হবে তখনই সেগুলোর কায়া পালন করা অনিবার্য।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।